খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ১৪ টি মৌলিক পদক্ষেপ

মুআসসাসাতুল ইয়াক্বিন

খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ১৪টি মৌলিক পদক্ষেপ

তানজিমুল ক্বায়েদা আরব উপদ্বীপ শাখার *আল-ইয়াক্বিন* মিডিয়া কতৃক প্রকাশিত মানহাজ বিষয়ক ডকুমেন্টারি ভিডিও *আসওয়াদ* মিডিয়া কতৃক সংগ্রহ ও অনুবাদ শেষে আপনাদের সামনে পেশ করা হলো। ইয়েমেন ও তৎসংলগ্ন ভূখণ্ডের আলোকে পদক্ষেপসমূহ বর্ণিত হলেও ব্যাপকভাবে আলোচনা যেকোনো মুসলিম অধ্যুষিত মুর্তাদ শাসিত ভূখণ্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। [আসওয়াদ প্রকাশনা : ২]

মুআসসাসাতুল ইয়াক্বিন

বিসমিল্লাহ ওয়াল হামদুলিল্লাহ
ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আ'লা রাসুলিল্লাহ

প্রথমত : প্রস্তুতি গ্রহণ।

১. দলের সদস্য ও সৈন্যদের জন্য বিশেষ প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

২. আমভাবে উম্মাহর জন্য ঈমানি (আধ্যাত্মিক) এবং বস্তুগত উভয় ধরনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

দ্বিতীয়ত : উম্মাহর মুক্তি।

১. উম্মাহর উন্নতি সাধন করা, শত্রুদের দাসত্ব এবং পশ্চিমা আধিপত্য থেকে উম্মাহকে মুক্তি করা।

২. অপমান ও দুর্দশার জীবন থেকে মুক্ত করে উম্মাহর সম্মান ও গৌরব ফিরিয়ে আনা।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধি, উৎসাহ প্রদান এবং আবশ্যক বিধান "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর পুনর্জাগরণের মাধ্যমে উম্মাহকে জাগ্রত করা।

তৃতীয়ত : হারানো ভূমি উদ্ধার ও পবিত্র স্থান মুক্তকরণ।

১. মুসলিম উম্মাহর হারানো (দখল হয়ে যাওয়া) ভূমি ও পবিত্র স্থানসমূহ মুক্ত করা।

২. আক্রমণকারী শত্রুদের প্রতিহত করা।

চতুর্থত : ফিলিস্তিন ইস্যু।

১. ফিলিস্তিনকে ইহুদি দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত করা।

২. প্রয়োজনমত ইহুদি লক্ষ্যবস্তুতে গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করা।

৩. ইহুদিদের সহযোগী আমেরিকার ওপর আক্রমণ পরিচালনা করা।

৪. ইয়েমেন থেকে ফিলিস্তিন পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল মুক্ত করা।

পঞ্চমত : ইয়েমেন মুক্তি।

১. ইয়েমেনে বিদ্যমান আমেরিকা, সৌদি এবং আরব আমিরাতের মদদপুষ্ট শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

২. হুথি (শিয়া) সন্ত্রাসী গোষ্ঠী এবং (অনুরূপ) ইরানি প্রক্সিদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করা।

ষষ্ঠত : আরব উপদ্বীপ মুক্তি।

১. ইহুদি, খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের জাজিরাতুল আরবের (বিস্তৃত ভূখণ্ড) থেকে সম্পূর্ণভাবে তাড়িয়ে দেওয়া।

সপ্তমত : আহলে সুন্নাহর প্রতিরক্ষা।

১. শিয়া সন্ত্রাসীদের আক্রমণের বিরুদ্ধে (সকল ভূখণ্ডে) আহলে সুন্নাহকে রক্ষা করা।

২. (অনুরূপ) শত্রুদের বিরুদ্ধে (আদর্শিক) প্রচারণা এবং (সামরিক) লড়াই পরিচালনা করা।

অষ্টমত : শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা।

১. যখনই সম্ভব হবে, (অনুকূল ভূখণ্ডে) আল্লাহর শরিয়াহ বাস্তবায়ন করা।

নবমত : সম্পদ পুনরুদ্ধার।

১. মুসলিমদের (খনিজ ও জ্বালানী) সম্পদসমূহ (লুণ্ঠনকারী) শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করা।

২. উক্ত সম্পদ ন্যায়সংগতভাবে (ভূখণ্ড সীমানার ঊর্ধ্বে) সমস্ত মুসলিমদের মধ্যে বণ্টন করা।

দশমত : দুর্বলদের সহায়তা।

১. (যেকোনো ভূখণ্ডে) উম্মাহর সমস্যাগুলো সমাধানে ভূমিকা রাখা।

২. (মুজাহিদীন) বন্দিদের মুক্তির জন্য আর্থিক ও অন্যান্য (সামরিক/আইনি) সহায়তা প্রদান করা।

একাদশত : বিপ্লবের সমর্থন।

১. (বিশ্বব্যাপী) মুসলিম জনগণের সকল বিপ্লবকে সমর্থন করা।

২. তাদের দেশকে বাহ্যিক অপমান ও অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি থেকে মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

দ্বাদশত : নবীজির হাদীসে উল্লেখিত বাহিনী গঠন।

১. "আদন-আবইন" সেনাবাহিনীর জন্য ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করা, যা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন।

তেরোতমত : মুক্ত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা।

১. বিশ্ব কুফরি শক্তি (জাতিসংঘ) এবং তাদের অন্যান্য (NATO, EU, AU..) সহযোগীদের থেকে ছিনিয়ে শত্রুমুক্ত (স্বাধীন ও নিরপদ) অঞ্চল প্রতিষ্ঠা এবং তা শক্তিশালী করা।

চৌদ্দতমত : খেলাফতের পুনরুদ্ধার।

১. উম্মাহর যোগ্য ব্যক্তিদের শূরা (পরামর্শ) দ্বারা ইসলামি খেলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা (ঘোষণা) এবং তা বাস্তবায়নের (প্রতিরক্ষা ও বিস্তৃতির) জন্য কাজ করা।

[আপনাদের মুনাজাতে আসওয়াদ মিডিয়ার ভাইদের ভুলবেন না।]

আসওয়াদ মিডিয়া